দৈনিক বাংলা

তারিখ 03 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

শিক্ষক নিয়োগে বাছাই পদ্ধতি

গত কয়েক বৎসর থেকে দেশের সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগের ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে। এ পদ্ধতিতে মৌখিক প্রশ্ন ও বিভিন্ন পরীক্ষায় অর্জিত বিভাগ/শ্রেণী ভিত্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করা হয়। আমার মতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে এ মূল্যায়ন পদ্ধতি যথাযথ নয়, সার্টিফিকেট এবং কয়েকটি মৌখিক প্রশ্নই একজন শিক্ষকের সার্বিক মূল্যায়নের সঠিক মাপকাঠি হতে পারে না। কেউ হয়তো গুটিকয়েক নম্বরের ঘাটতির কারণে ১ম/২য় বিভাগ থেকে বঞ্চিত হন। এক্ষেত্রে সার্টিফিকেটের উপর ভিত্তি করে নম্বর প্রদান করা হলে ঐসব প্রার্থীরা অবাঞ্ছিতভাবে অকৃতকার্য হবেন। কিন্তু অর্জিত সনদই যোগ্যতা নির্ধারণের নিয়ামত হতে পারে না। যেহেতু শিক্ষকতা একটি বাস্তবধর্মী জাতিগঠনমূলক পেশা এবং শিক্ষকগণ হলেন মানুষ গড়ার কারিগর, সেহেতু শিক্ষকতা পেশায় নিয়োগের ক্ষেত্রে অর্জিত বিভাগ–এর উপর গুরুত্ব না দিয়ে অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব প্রদান করে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে পেশাভিত্তিক যোগ্যতা যাচাইয়ের ব্যবস্থা করা সমীচীন বলে মনে করি।

এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

এ আই এম নূরুল্লা
সিনিয়র শিক্ষক
বাবুপুর জিরতলী ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়
বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।